ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৯৭ ● কলকাতা ● ২৭ চৈত্র, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১০ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

## শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলা যাবে না, লাঠিপেটার পর কড়া নির্দেশ এডিজি আইনশৃঙ্খলার

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

কসবা থেকে দুর্গাপুর, রাজ্যের নানা প্রান্তে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, চাকরিহারা বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের। এই নিয়ে দিনভর নিন্দার ঝড় ঘনিয়েছে নানা মহলে। এর পরেই আজ, বুধবার, দুপুর ১:২০ নাগাদ রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম নির্দেশ পাঠালেন রাজ্যের সমস্ত

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

## যোগ্যদের চাকরি ফেরাতে এবার পদক্ষেপ নেবেন খোদ রাষ্ট্রপতি? বড় আপডেট

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

বর্তমানে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় গোটা রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে এসএসসি ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল হয়েছে। যার জেরে চাকরি হারিয়েছেন ২৫,৭৩৫ জন। ইতিমধ্যেই রায়ে সাময়িক পরিবর্তন চেয়ে ফের সুপ্রিম দরবারে গিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।রাষ্ট্রপতির কাছে রাহুলের আর্জি, 'ম্যাম, আপনি নিজে এক সময় শিক্ষকতা করেছেন। আমার বিশ্বাস যোগ্য শিক্ষক, তাঁদের পরিবার এবং পড়ুয়াদের উপর এই মানবিক অবিচারকে আপনি বুঝবেন। দয়া করে এদের পাশে দাঁড়ান। যাতে যোগ্যদের চাকরি বহাল থাকে সেই নিয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন।'

এরপর ৩ পাতায়

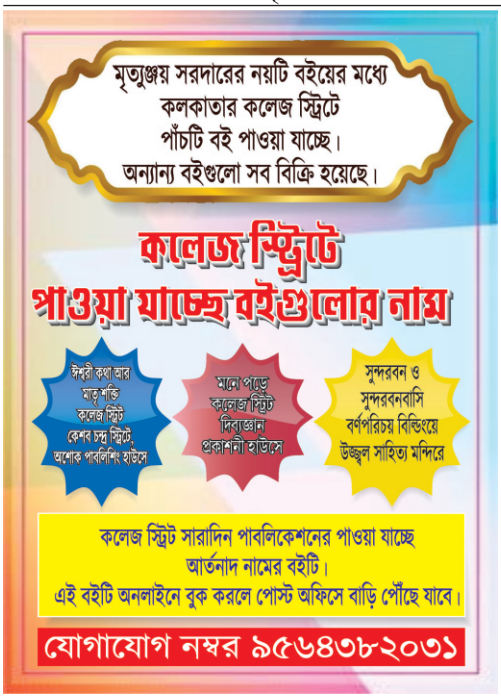

# এবার ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন ভারতের দ্বিতীয় তীর্থভূমি থেকে ফুফুফুরা শরীফের পীরজাদা জুনাইদ সিদ্দিকী

**বাইজিদ মন্ডল ফুরফুরা শরীফ**

সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক পাস করা ওয়াকফ (সংশোধনী) অ্যাক্ট, ২০২৫-এর বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল লো বোর্ড এর তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাতে এবং এই বিল বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের পক্ষে। সেই মতো বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিল বাতিলের দাবিতে কোথাও শান্তিপুর পথমিছিল, কোথাও বিক্ষোভ কর্মসূচি তে সামিল হচ্ছে দেশের সকল মুসলিম ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ জন। এদিন এই ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হলেন ভারতের দ্বিতীয় তীর্থভূমি ফুরফুরা শরীফ থেকে, যাহার নাম করণে এই ভারতের দ্বিতীয় তীর্থভূমি,সেই পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহ:),তারই পৌত্র আওলাদে মোজাদ্দেদ জামান পীর আল্লামা ইউসুফ সিদ্দিকী র মেজো সাহেব যাদা,পীরজাদা জুনাইদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন অবিলম্বে এই বিল বাতিল করতে হবে, কেনোনা এটা ধর্মীয় জায়গায় আঘাত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই অ্যাক্টটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ওয়াকফ সম্পত্তির স্বায়ত্তশাসনের উপর আঘাত হানছে।এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এই সংশোধনী সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।ওয়াকফ (সংশোধনী) অ্যাক্ট, ২০২৫ অবিলম্বে বাতিল করা হোক।পীরজাদা তিনি যেগুলো দাবি করেন, আল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত (ওয়াকফ) সম্পত্তি শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব শুনিশ্চিত করতে হবে।ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। ওয়াকফ সংক্রান্ত যে কোনো নতুন আইন প্রণয়নের পূর্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাথে বিশদ আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অবশ্যই বিরোধী দলের মতামতকেও প্রাধান্য দিতে হবে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সুপারিশ গুলি মান্যতা একান্ত দিতেই হবে। ওয়াকফ বোর্ডের নিজস্ব আইনি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে এবং সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। তিনি আরও বলেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা কোনোদিন ভাবিনাই এমন একটা সময় আসবে যেখানে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর একের পর এক আইন প্রতি নিয়ত আনে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। কোথাও এন আর সি,তালাক বিল,এবার এনেছে ওয়াকফ বিল, যেখানে এই বিল বিশেষ করে আমাদের প্রজন্ম দের জন্য অতি ক্ষতিকারক। আমরা দেশের আইনকে সম্মান করি তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভাবে আন্দোলন করে এই বিল বাতিল করার জন্য প্রস্তুত। আমরা দেশের উচ্চ আদালত কে সম্মান করি, তাই এই বিল বাতিলের জন্য আমরা দেশের উচ্চ আদালতের কাছে দরকার পড়লে যেতে প্রস্তুত। আমরা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আশা করি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এই বিল বাতিল করে, আমাদের ধর্মীয় জায়গায় আঘাত না করে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবেন।

# তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছে সুন্দরবনের গোসাবা এলাকার মানুষ জন

**সুশোভন মিস্ত্রী, গোসাবা**

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চল চারিদিকে নোনা জলের নদী মাঝে অবস্থিত গোসাবা দ্বীপ প্রশাসনিক মতে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের লেয়ার নেই বললেই চলে। কোনোক্রমেই জল পরিশোধন প্রকৃয়া করে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় কিন্তু তাতেও জলের কষ্ট মেটাতে ব্যার্থ প্রশাসন। স্থানীয় লোকের অভিযোগ ৫ দিন ৬ দিন পর পর পানীয় জল পান তারা কিন্তু এতটাই স্বল্প তাতে সকলের পক্ষে জল পাওয়া সম্ভব হয় না। কোথাও আবার এতো কম জল সরবরাহ হয় যার জেরে দুর এলাকা থেকে পানীয় জল আনতে হয় তাদের। তবে পানীয় জল সরবরাহ করতে স্থানীয় প্রশাসন একেবারে ব্যার্থ সেটা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন। মানুষের মৌলিক অধিকার পুরন করতে ব্যার্থ এই সরকার কটাক্ষ বিরোধীদের।

# অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচি শুরু হল

**বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি**

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সারা পশ্চিমবাংলায় মহিলাদের সুবিধার্থে লক্ষীর ভান্ডার সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গুলিকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সেই কর্মসূচির

অঙ্গ হিসাবে আজ হরিপালের তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির আশুতোষ অঞ্চল মহিলা

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলা যাবে না, লাঠিপেটার পর কড়া নির্দেশ এডিজি আইনশৃঙ্খলার

এসপিকে। এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দায়ী করছেন চাকরিহারারা। তাঁদের সাফ বক্তব্য, শাসকদলের একাংশ নেতা চাকরি বিক্রি করল। সে কারণেই সরকার যোগ্য ও অযোগ্য বাছাই করল না, যার খেসারত দিতে হল তাঁদের। পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের কথায়, 'পুলিশ দিয়ে মুখ বন্ধের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এর প্রতিবাদে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

জানা গেছে, তিনি এসপি-দের বিশেষ করে নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যের যে সমস্ত ডিআই অফিসের সামনে চাকরিহারা শিক্ষকরা গিয়ে আন্দোলন করছেন, বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে শান্তির পথে এবং আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টি মিটিয়ে নিতে হবে।

আজ সকালে সবার আগে খবর আসে, কসবা ডিআই অফিসের সামনে চাকরিহারা, বিক্ষোভকারী শিক্ষকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। এর পরে লাঠিচার্জও করে পুলিশ। অসুস্থ হয়ে পড়েন একাধিক শিক্ষক। নিন্দার ঝড় বয়ে যায় সব মহলে। মনে করা হচ্ছে, এরপরে নবান্ন চাইছে না, কোনওভাবে বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের ক্ষোভ আরও বাড়ুক। কসবার পরে দুর্গাপুর, বারাসতেও চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনায় একাধিক চাকরিহারা শিক্ষক জখম হয়েছেন বলেও খবর। অভিযোগ আন্দোলনকারীদের ছোড়া পাল্টা ইটের ঘায়ে জখম হয়েছেন পুলিশের কিছু কর্মীও। এই গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বুধবার বেলা বাড়তে তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় জেলায় জেলায়। বারাসত, বর্ধমানে কার্যত রণক্ষেত্রর চেহারা নেয়। চাকরিহারাদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। পাল্টা হিসেবে পুলিশের অভিযোগ, চাকরিহারা শিক্ষকরাই প্রথমে পুলিশের ওপর হামলা করেছে। গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হওয়ার পরে সোমবার নেতাজি ইনডোরে চাকরিহারাদের সভায় যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু চাকরিহারাদের একটা বড় অংশ সেই আশ্বাসে ভরসা করতে পারেননি। ফলে বাড়তে থাকে বিক্ষোভ।

এর পরেই বুধবার সকাল থেকে জেলায় জেলায় বিক্ষোভে নামেন তাঁরা। ঘেরাও করে ডিআই অফিস। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

(১ম পাতার পর)

# যোগ্যদের চাকরি ফেরাতে এবার পদক্ষেপ নেবেন খোদ রাষ্ট্রপতি? বড় আপডেট

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকারও। এবার এই ইস্যুতেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে গেল চিঠি।

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বঞ্চিত যোগ্যদের পাশে দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন কং নেতা।

দেড় পাতার চিঠিতে রাহুল লেখেন, ন্যায্য পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের চাকরি যাতে বহাল থাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক সরকার। কংগ্রেস সাংসদ লেখেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিয়োগ বাতিল হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার শিক্ষিত স্কুল শিক্ষকেরা রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। 'শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চে'র প্রতিনিধিরা এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের অনুরোধ করেন আমাকে।'

রাহুল লেখেন, এভাবে সুপ্রিম কোর্ট গোটা প্যানেল বাতিল করায় অযোগ্যদের পাশাপাশি যোগ্যরাও চাকরিহারা। দুর্নীতির মাধ্যমে যাদের নিয়োগ হয়েছে সেই অযোগ্যদের চাকরি অবশ্যই বাতিল হওয়া উচিত। কিন্তু যোগ্যদের সঙ্গে ন্যায় হয়নি। এই রায়ে অবিচার হয়েছে যোগ্যদের সঙ্গে। সাংসদ লেখেন, দশ বছরের বেশি সময় শিক্ষকতা করেছেন এই শিক্ষকরা। হঠাৎ তাদের চাকরি যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার পাশাপাশি শিক্ষকরাও ভেঙে পড়েছেন। অসহায় তারা।

## ক্যাশলেস সুবিধা না চালু করার জন্য আগামী ২৮ শে এপ্রিল কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রকের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্তাদের তলব করলো শীর্ষ আদালত

বেবি চক্রবর্তী

পথ দুর্ঘটনায় আহতদের ক্যাশলেস সুবিধা এখনো চালু না করার জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রকের সচিবকে তলব করল শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট গত ১৪ ই মার্চের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য ক্যাশলেশ সুবিধা চালু করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার তা এখনো কার্যকর করেনি। তাই ক্ষুব্ধ আদালত জানিয়েছে 'আদালতের নির্দেশ অমান্য করা গর্হিত অপরাধ'। তাই কেন্দ্রীয় সরকার কেন এই নির্দেশ অমান্য করেছে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলেছে সর্বোচ্চ আদালত।

এই বিষয়ে বিচারপতি জানান, "আমাদের এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যখনই আমরা আদালত কক্ষে শীর্ষ কর্তাদের তলব করি তখনই আদালতে নির্দেশকে গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। অন্যথায় গাফিলতি চলতেই থাকে। তবে কেন্দ্রকে স্পষ্টভাবে জানাতে চাই এটা চলতে পারে না যদি সরকার এই বিষয়ে পদক্ষেপ না নেয় সে ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করব আমরা। চিকিৎসা না পেয়ে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন এটা মেনে নেওয়া যায় না"। এই বিষয় আগামী ২৮শে এপ্রিল কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রকের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্তাদের আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## সম্পাদকীয়

### সূর্যকান্তর হাত ধরে চাকরি! স্ত্রীকে বিঁধতে হাতিয়ার বাম আমলের 'দুর্নীতি', হাই কোর্টে স্বামী

স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ মামলা চলছে। তার মাঝেই স্ত্রীর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ তুলে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন স্বামী। একইসঙ্গে, বাম আমলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছেন দমদমের বাসিন্দা। তাঁর দাবি, অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী। শুধু তাই নয়, দুই বাম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র এবং বিশ্বনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে এই দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেছেন তিনি।একই সঙ্গে মামলাকারীর দাবি, তিনি এর বিরোধিতা করে ২০১৮, ২০২২ এবং ২০২৫ সালে শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী, পুলিশ-সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক স্তরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কেউ কিছু করেননি। এই ঘটনায় অবিলম্বে এফআইআর করার দাবিতে এবং সিআইডি তদন্ত চেয়ে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তুহিনশংকর। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী। তার মধ্যেই নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতির এই অভিযোগ নতুন চমক বলেই মত আইনজীবী মহলের।আবেদনকারী তুহিনশংকর ভট্টাচার্যের আইনজীবী সৌম্যশুভ্র রায় জানান, ২০০৬ সালের অঙ্গনওয়ারি কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলাকারীর দাবি, ২০০৬ সালের নিয়ম অনুযায়ী উচ্চমাধ্যমিক পাশ ব্যক্তিরা অঙ্গনওয়ারি কর্মী হিসাবে যোগ্য বলে বিবেচিত যাঁদের যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক হয়েছেন বা তার থেকে বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে তাঁরা এই কাজের যোগ্য নন।

কিন্তু মামলাকারীর দাবি, তাঁর স্ত্রী স্নাতকোত্তর স্তরের ডিগ্রি নিয়েও এই চাকরির জন্য আবেদন করেন। আরও দাবি, আবেদনের পর তাঁর স্ত্রী এবং আরও কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর সঙ্গে দেখা করেন। সূর্যকান্তবাবু তাঁদের তৎকালীন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর কাছে বিষয়টি পাঠান। দুই নেতার সাহায্য তাঁরা চাকরি পান বলেও মামলায় দাবি করা হয়েছে।

## জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

দেবী,স্মৃতি আজও গ্রাম বাংলার মনসা মঙ্গল যাত্রা পালাতে দেখা যায়।ছোটবেলার গ্রাম্য সংস্কৃতি থেকে মনসা দেবী সম্পর্কে যা জানতে পেরেছিলাম তা আমি আজ আমার কলমে লিপিবদ্ধ করে এই লেখাটি ইতিবৃত্ত করতে চাইছে । শিব বলেন, যদি চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা দিতে রাজী হয়, তবে দুনিয়ায় মনসার পূজার প্রচলন হবে। শিব ভক্ত চাঁদ সওদাগর তুচ্ছ নারীকে পূজা দিতে রাজী হন না। উল্টা মনসাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে। যেকারণে মনসার রোষে চাঁদের চম্পকনগরে সাপের উপদ্রুব শুরু হয়। একে একে চাঁদের ছয় সন্তান

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

(২ পাতার পর)

## অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচি শুরু হল

পরিচালনায় অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন হরিপাল বিধানসভার বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী,আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত সরকার, উপপ্রধান শংকরী মাঝি, হরিপাল ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী নমিতা মিত্র, সাধনা সিংহ রায়, সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। অনুষ্ঠানে বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৯৪ টি প্রকল্প চালু করেছেন এর মধ্যে মেয়েদের সুবিধার্থে অনেকগুলি প্রকল্প চলছে। সেগুলির খুঁটিনাটি বিষয় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমরা এই প্রকার আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছি। এক প্রশ্নের উত্তরে বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না বলেন আগামী ২৬ এর বিধানসভা ভোটকে লক্ষ্য করে কিন্তু এই কর্মসূচি নয় আমাদের কর্মসূচি সারা বছর ধরেই চলে ,সেই কর্মসূচিকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে মানুষের পাশে থাকার বার্তা নিয়েই এই কর্মসূচি রূপায়ণে এগিয়ে চলেছি।

## ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রত্যেক সন্তান কে এক এক লোকের অধিপতি করে দিলেন। শনি দেব এক লোকের অধিপতি হয়ে খুশি ছিলেন না । তাই তার ভাইদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার পরিকল্পনা করলেন । অধিক শক্তি লাভের জন্য তিনি বন্মভা তপস্যা বসলেন তার তপস্যা সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন । **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# এসএসসিকে ডেট লাইন বেঁধে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠি নিজের হাতে ছিড়ে ফেললেন প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

**বেবি চক্রবর্ত্তী**

এসএসসিকে ডেট লাইন বেঁধে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠি নিজের হাতে ছিড়ে ফেললেন প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাক্তন বিচারপতি সদিচ্ছা দেখিয়ে একদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলেন। এমনকি দরকার হলে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে যোগ্য অযোগ্য আলাদা করতে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু একদিন পরেই সিদ্ধান্ত বদল করে বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন "রাজ্য সরকার যেভাবে শিক্ষকদের ওপর লাঠি চালালো তার উপর আর সদিচ্ছা দেখানোর জায়গা নেই। এরপর অন্য রকম আন্দোলনের পথ দেখতে হবে"।

বুধবার চাকরিহারা শিক্ষকরা বিভিন্ন জেলার ডি আই অফিস অভিযান শুরু করেছেন। আবার কোন কোন জায়গায় চাকরি হারাদের উপর লাঠিচার্জের গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেছেন " এই সরকারের চাকরি ফেরত দেওয়ার সদিচ্ছায় নেই। সদিচ্ছা থাকলে চাকরি হারাদের সঙ্গে এমন আচরণ করত না প্রশাসন। সরকার যখন সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না তখন আমাদের তরফে ও সদিচ্ছা দেখানোর মানে হয় না। যে চিঠি নিয়ে আমার ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল সেই চিঠি নিয়ে আমি আর বিকাশ ভবনে যাব না। যারা এভাবে শিক্ষকদের লাঠিপেটা করে তাদের সঙ্গে আলোচনার কোন অর্থ নেই"।

বুধবার সকালে এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এদিন এইচএসসির চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে সাংবাদিকদের জানান " আমরা আধঘন্টার উপরে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি। সিবিআই এর থেকে পাওয়া মিরর ইমেজে থেকে ওএমআর শিট পাবলিশ করতে বলেছি। উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করতে বলেছি। যাদের জীবন মরণ সমস্যা তাদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত করা যায় সেটা দেখার কথা বলেছি। উনি শুনেছেন। ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করি। আয় কিন্তু সেটা যদি না করা হয়। তাহলে আমরা বড়সড়ো আন্দোলনে নামবো"।

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

## শালবনী এবং রঘুনাথ মুর্মু .....

**অরবিন্দ অধিকারী**

"পন্ডিত রঘুনাথ মুরমু দ অলচিকি আখর রেন জানাম দাতা কানায়। উনি দ ১৯২৫ সাল রে অলচিকি আখর এ বেনাও লেদা, সানতাড়ি পারসি নাপায় তে ফটেল সদর লাগিৎ। এসেকা দারায়তে উনিদ দিসম তালারে, সানতাড়ি পারসি লাগিৎ অলচিকি আখর এ পাসনাও আকাদা। অনাতে নিত সানতাড় ক পারসি সিঞ চাঁদো লেকাতে ক মানাওয়ে কানা।"

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহল অধ্যুষিত শালবনী ব্লকে, এমনিতেই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। আদিবাসী মানুষ যে অল চিকি ভাষায় কথা বলে, সেই অরচিকী হরফের প্রবক্তা এবং প্রচলিত ধারাকে সমাজের কাছে আবহমান আবেগে এবং স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এই রঘুনাথ স্যার। আদিবাসী সমাজের কাছে রঘুনাথ মুর্মু অনেকটাই বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। শালবনী ব্লকে বিভিন্ন জায়গাতেই রঘুনাথ মুর্মুর আবক্ষ মূর্তি আছে। কোমর বাঁধ এই গ্রামটি একশ ভাগ আদিবাসী অধ্যুষিত, এখানে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হোস্টেল আছে সেখানেও একশ ভাগ আদিবাসী ছাত্র ছাত্রী পড়াশোনা করে। আজ আজ কোমরবাঁধ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাংসদ কালিপদ সরেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীকান্ত মাহাতো, ব্লক সভাপতি জ্যোতিপ্রসাদ মাহাতো , সন্দীপ সিংহ এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবলু দে ও অন্যান্য উপস্থিত সম্মানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে রঘুনাথ মুর্মু আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হলো মহাসমারোহে। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা সংগীত এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন। প্রধান শিক্ষক অন্য অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা বেশ কয়েকদিন নিদারুন পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছেন সকলেই এক বাক্যে মেনে নিয়েছে।

# পাক রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইউনুসের উপদেষ্টার, সিঁদুরে মেঘ দেখেছে ভারত

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

শেখ হাসিনার সময় বাংলাদেশ ছিল 'ভারতবন্ধু'। কিন্তু মহম্মদ ইউনুসের 'নতুন' বাংলাদেশে সেই সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে। নানা ইস্যুতে দু'দেশের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ময়দানে নেমেছে পাকিস্তান। ঢাকা-ইসলামাবাদের 'আঁতাঁতে' চিন্তিত ভারতও। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম।এই মুহূর্তে বাংলাদেশের নানাপ্রান্তে মার খাচ্ছে হিন্দুরা। কিন্তু পাক নাগরিকদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে ইউনুস সরকার। বিশ্বের যেকোনও জায়গায় থাকা পাকিস্তানের নাগরিক ও বংশোদ্ভূতরা যাতে সহজে ঢাকার ভিসা পান তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কয়েকদিন আগেই চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে পাক জাহাজ। ব্যবসার ক্ষেত্রেও পড়শি দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলাদেশের বাজার খুলেছে ঢাকা। ২৪ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল ঢাকায় বৈঠক সেরে গিয়েছে। আর দু'দেশের এই বন্ধুত্বে সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত। গোটা বিষয়ের উপর কড়া নজর রাখছে নয়াদিল্লি।ওপার বাংলার জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহারির সঙ্গে যুক্ত থাকার নানা অভিযোগও রয়েছে মাহফুজের বিরুদ্ধে। ফলে এই খবরে সিঁদুরে মেঘ দেখেছে ভারত।

বাংলাদেশের এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, আজ বুধবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে পাকিস্তানের হাইকমিশনার মারুফের সঙ্গে দেখা করেন মাহফুজ। জানা গিয়েছে, এই সাক্ষাতে উপদেষ্টা পাকিস্তানে বাংলাদেশি চ্যানেল সম্প্রচারের ক্ষেত্রে পাক সরকারের সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান হাইকমিশনের প্রেস কাউন্সিলর ফসিহ উল্লাহ ও তথ্য উপদেষ্টার ব্যক্তিগত সচিব সৈয়দ এনামুল কবির। তবে মনে করা হচ্ছে, বর্তমান রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়ে থাকতে পারে।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইউনুসকে ফোন করে ইসলামাবাদে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এছাড়া আগামী ২২ এপ্রিল বাংলাদেশ সফরে আসছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী তথা উপ প্রধানমন্ত্রী ইশহাক দার। এখন যা পরিস্থিতি তাতে একাত্তরের গণহত্যা ভুলে ইউনুসের 'নতুন' বাংলাদেশ এখন কাছে টানছে পাকিস্তানকে। সম্প্রতি ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের সেনাকর্তারা। এরপর গত ২১ জানুয়ারি সূত্র মারফৎ জানা যায়, পাকিস্তানের চার সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের সেনার প্রতিনিধি দল ঢাকায় গিয়েছে। সেই দলেই ছিলেন আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসিম, ও আরেক অফিসার। বাংলাদেশের সেনার অফিসারদের সঙ্গে নাকি বৈঠকও করেছেন তাঁরা। তবে এই গোপন সাক্ষাতের বিষয়ে মুখে কুলুপ দু'দেশের।

## পাঞ্জাব ও হরিয়াণায় ১৮৭৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯.২ কিলোমিটার দীর্ঘ জিরাকপুর বাইপাস তৈরিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

**নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল , ২০২৫**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি পাঞ্জাব ও হরিয়াণায় ৬ লেনের জিরাকপুর বাইপাস প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। ১৯.২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটি তৈরি করতে ১৮৭৮.৩১ কোটি টাকা খরচ হবে। এর মাধ্যমে জাতীয় মহাসড়ক ৭ (জিরাকপুর – পাতিয়ালা) এবং জাতীয় মহাসড়ক ৫ (জিরাকপুর - পারওয়ানু) সংযুক্ত হবে। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় মহাপরিকল্পনা কর্মসূচি মোতাবেক পরিবহন পরিকাঠামোর প্রসারে এ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

প্রকল্পটি রূপায়িত হলে পাঞ্জাবের জিরাকপুর এবং হরিয়াণার পাঁচকুলা এলাকায় যানজটের সমস্যা অনেকটা মিটবে। পাতিয়ালা, দিল্লি এবং মোহালি থেকে আসা যানবাহন এই রাস্তা ব্যবহার করতে পারবে। হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে।

প্রকল্পের কাজ হবে হাইব্রিড অ্যানুইটি প্রণালীতে। এই রাস্তায় যানবাহনের প্রবেশ হবে নিয়ন্ত্রিত।

## ১,৩৩২ কোটি টাকার অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে তিরুপতি – পাকালা – কাটপাডি ডবললাইন রেল প্রকল্পে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

১ হাজার ৩৩২ কোটি টাকার অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে তিরুপতি-পাকালা-কাটপাডি ডবললাইন (১০৪ কিমি) রেল প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা ঐ এলাকার সর্বাত্মক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। সেইসঙ্গে, কর্মসংস্থান ও স্ব-নিযুক্তির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করবে।

দুটি রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত এই প্রকল্প ভারতীয় রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। মানুষের যাতায়াত, পণ্য পরিবহণ এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে পিএম-গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর তিনটি জেলা জুড়ে বিস্তৃত এই প্রকল্পের ফলে ভারতীয় রেলের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রায় ১১৩ কিলোমিটার লাইন সংযুক্ত হবে।

তিরুমালা ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের পাশাপাশি শ্রী কালাহস্তি শিব মন্দির, কানিপকম বিনায়ক মন্দির, চন্দ্রগিরি দুর্গ প্রভৃতির মতো তীর্থস্থান ও পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এর ফলে, প্রায় ৪০০টি গ্রামের ১৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

কয়লা, কৃষিজাত সামগ্রী, সিমেন্ট, খনিজ পদার্থ পরিবহণের এক আবশ্যিক রুট হ'ল এই রেলপথ। এই সম্প্রসারণের ফলে বছরে অতিরিক্ত ৪ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ সম্ভব হবে।

# সিনেমার খবর

## বড় ধাক্কা খেল সালমানের 'সিকান্দার', প্রথম দিনে হতাশাজনক আয়

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

প্রায় দুই বছরের বিরতির পর ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বলিউডের ভাইজান সালমান খানের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'সিকান্দার'। ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তুলতে পারে বলে আশা করা হয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল যে প্রথম দিনেই ৪০-৪৫ কোটি টাকা আয় করবে, কিন্তু বাস্তবে ছবিটি প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রথম দিনে ভারতে 'সিকান্দার' আয় করেছে মাত্র ২৬ কোটি টাকা। ছবিটির নির্মাতারা রবিবার বিশ্বব্যাপী ৫৪ কোটি টাকার আয় দাবি করলেও আন্তর্জাতিক বক্স অফিসে প্রকৃত আয় সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

শুরুর আয় আশানুরূপ না হলেও সোমবার ঈদের ছুটির কারণে 'সিকান্দার'-এর ব্যবসা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে অনলাইন পাইরেসির কারণে ছবিটির আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাণিজ্য বিশ্লেষক কোমল নাহতা রবিবার ছবিটি ফাঁস হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, 'আজ সকালে, সিনেমাটির সাত-আটজনের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তারা নিশ্চিত করেছেন যে ছবিটি ফাঁস হয়ে গেছে।'

চাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে যে, সালমান খান এখনও ভারতে ৫০০ কোটির ব্লকবাস্টার দিতে পারেননি, যা তার সমসাময়িকরা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছেন।

শাহরুখ খান 'পাঠান' ও 'জওয়ান' দিয়ে হাজার কোটির ব্যবসা করেছেন। রণবীর কাপুরের 'অ্যানিমেল', সানি দেওলের 'গদর ২', ভিকি কৌশলের 'ছাভা' এবং এমনকি 'স্ত্রী ২' দেশীয় বক্স অফিসে ৫০০ কোটির ঘর পেরিয়েছে।

সালমানের সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে, 'সিকান্দার' প্রথম দিন একেবারেই বক্স অফিসে ঝড় তুলতে পারেনি। তুলনামূলকভাবে, 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' প্রথম দিনে আয় করেছিল ১৩.৫ কোটি টাকা, 'রাধে' আয় করেছিল মাত্র ৪.৭৫ কোটি টাকা

সিনেমার প্রথম দিনের আয় যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক নয়, তবে ঈদের ছুটিতে আয় বাড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তবে অনলাইন পাইরেসি এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়া 'সিকান্দার'-এর বক্স অফিস ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

## ঈদে ভক্তদের কি বার্তা দিলেন চার খান?

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

বলিউড মেগাস্টার শাহরুখ খানের ভক্ত-অনুরাগীরা বিশেষ উৎসব প্রধানত ঈদের সময় তাকে এ ঝলক দেখা ও প্রিয় অভিনেতার থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পাওয়ার জন্য একপ্রকার মুখিয়ে থাকে। প্রতি ঈদের সময় কিং খানের বাড়ির সামনে দেখা যায় উপচেপড়া ভিড়। আবার সেই দৃশ্য গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়ে আসে। তবে এবারের ঈদে এখন পর্যন্ত এমন কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু অনুরাগীদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাদশা।

কিং খান তার ফেসবুকে আজ (৩১ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। এতে তিনি লিখেছেন, 'ঈদ মোবারক। আমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা এবং দোয়া সবার জন্য।'

পোস্টটিতে তিনি আরও লেখেন, 'আশা করি আপনারা দিনটি কোলাকুলি, বিরিয়ানি খাওয়া ও অফুরন্ত ভালোবাসা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পার করছেন। সবাই সুখে থাকুন, নিরাপদে থাকুন। সৃষ্টিকর্তা আপনাদের সবার মঙ্গল করুন!'

এদিকে হালের আরেক জনপ্রিয় অভিনেতা সালমান খান সাদা পাঞ্জাবিতে ধরা দিয়েছে ভক্তদের কাছে। নিজ বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ভক্তদের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ভাইজান। তার ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অভিনেতা লিখেছেন,'শুকরিয়া সবাইকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।' এসময় ভক্তদের ভালবাসায় সিক্ত হন সালমান।

আরেকদিকে, মিস্টার পারফেক্টশনিস্ট আমির খান পরেছিলেন পাপ্পারাজ্জিদের খপ্পরে। বাড়ি থেকে বের হতেই পাপ্পারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পরেন তিনি, সঙ্গে দুই ছেলে জোনায়েদ খান এবং আজাদ রাও খান। এসময় সাংবাদিকরা ঈদের শুভেচ্ছা জানালে আমিরও তাদের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এসময় শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে ঈদের খাবারও শেয়ার করতে দেখা যায় আমিরকে।

অন্যদিকে সাইফ আলি খান নিজের ভ্যারিফায়েড ইন্সটাগ্রামে পরিবারের সাথে ছবি শেয়ার করে ঈদের শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন ভক্তদের উদ্দেশ্যে।

## কঙ্গনাকে নিয়ে ভাইজানের বিস্ফোরক মন্তব্য

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

এবার বলিউডের স্বজনপ্রীতির বিষয়ে মুখ খুললেন বিতর্কিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। অনেকবার কটাক্ষের শিকার হয়েছে কঙ্গনা রানাওয়াত। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির খান-কাপুর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিনেত্রী যেভাবে সরব হয়েছেন, তা নিয়েও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে।

বর্তমানে বি-টাউনে রীতিমতো কোণঠাসা এই অভিনেত্রী। বলিউডের লাইমলাইট থেকে দূরে থাকায় তিনি এখন হিমাচল নিয়ে ব্যস্ত, মাণ্ডির সাংসদ পাশাপাশি রেস্তরাঁর মালকিন। আবার প্রযোজকও। এবার কঙ্গনার সেই 'স্বজনপোষণ তত্ত্ব' নিয়েই খোঁচা দিলেন সালমান খান। সম্প্রতি 'সিকান্দার' সিনেমার প্রচারে সাংবাদিকরা যখন তাকে 'স্বর্নিমিত সুপারস্টার' বলে আখ্যা দেন তখনই তড়িৎগতিতে প্রতিক্রিয়া আসে সালমানের পক্ষ থেকে।

ভাইজান বলেন, 'এই দুনিয়ায় কেউ স্বর্নির্মিত নয়। কেউ শুধুই নিজের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। সবটাই টিমওয়ার্ক। আমার বাবা যদি ইন্দোর থেকে মুম্বাইতে না আসতেন, তাহলে হয়তো আমি ওখানেই চাষবাস করতাম।'

'ওই সিদ্ধান্তেই আমি এতদূর আসতে পেরেছি। বাবা এখানে এসে সিনেমায় কাজ করেছেন। এখন আমি ওর ছেলে হিসেবে কাজ করছি। হয়তো আমি ওখানে ফিরে যেতে পারতাম কিংবা মুম্বাইতে কাজ করতাম, আর এই বিষয়টাকেই অনেকে স্বজনপোষণ বলে দাগিয়ে দেন। আমার অবশ্য ভালোই লাগে।'

এরপরই সাংবাদিকরা রবিনা ট্যান্ডনের মেয়ের বলিউড ডেবিউ প্রসঙ্গে ভাইজানকে জিজ্ঞেস করেন। তবে সালমান রবিনার পরিবর্তে কঙ্গনার নাম শুনতে পান। এরপর সালমান বলেন, 'কঙ্গনার মেয়ে হলে হয়তো সে সিনেমায় কাজ করবে, নয়তো রাজনীতিতে যোগ দেবে। সেটাও তো।' সাংবাদিকরা যখন 'নেপোটিজম' শব্দের উল্লেখ করেন, তখন সালমনকে বলতে শোনা যায়, 'হ্যাঁ, ওই হল। স্বজনপ্রীতি। আর নয়তো কঙ্গনার সন্তানকে অন্য কোনও পেশায় যোগ দিতে হবে।'

# ৯ বছরের অভিশাপ ঘোচালো বেঙ্গালুরু, ওয়াংখেড়েতে মুম্বাইকে হারিয়ে জয়োল্লাস

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

দীর্ঘ ৩ হাজার ৬১৯ দিনের প্রতীক্ষার পর অবশেষে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে জয় ফিরে পেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ২০১৫ সালের পর এই প্রথম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে তাদের ঘরের মাঠে হারাতে সক্ষম হলো কোহলিদের দল।

সেই ২০১৫ সালের ম্যাচের স্কোয়াড থেকে রয়েছেন কেবল দুই অভিজ্ঞ তারকা—বিরাট কোহলি ও ভুবনেশ্বর কুমার। কোহলি বরাবরই বেঙ্গালুরুর প্রাণ, আর নিলামের কল্যাণে এবার দলে যোগ দিয়েছেন ভুবনেশ্বর, তিনিও সাক্ষী হলেন ঐতিহাসিক এই জয়ের।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সবশেষ জয়টি এসেছিল ২০১৫ সালের ১০ মে। সেই ম্যাচে ডি ভিলিয়ার্সের বিধ্বংসী ১৩৩ ও কোহলির ৮২ রানের কল্যাণে বেঙ্গালুরু করেছিল ২৩৫ রান, জিতেছিল ৩৯ রানে। এরপর সময় গড়িয়েছে প্রায় এক দশক।

গতকালের ম্যাচেও নেতৃত্ব দিয়েছেন কোহলি। টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্তটা মুম্বাইয়ের জন্য হয়ে দাঁড়ায় আত্মঘাতী। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বেঙ্গালুরু তোলে ২২১ রান। কোহলি করেন ৬৭ রান, রজত পতিদার মাত্র ৩২ বলে খেলেন ঝড়ো ৬৪ রানের ইনিংস।

জবাবে মুম্বাই থেমে যায় ২০৯ রানে। ১২ রানের হারে গ্যালারির উল্লাস থেমে যায় স্বাগতিকদের জন্য। যদিও শুরুতে খরুচে বোলিং করলেও শেষদিকে গুরুত্বপূর্ণ তিলক ভার্মার (২৯ বলে ৫৬) উইকেটটি তুলে নেন ভুবনেশ্বর। তবে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ক্রুনাল পান্ডিয়া—৪৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে।

এই জয় শুধু এক ম্যাচ জয়ের গল্প নয়, বরং নয় বছর ১০ মাস ২৭ দিনের অপেক্ষার অবসান। এর আগেও চলতি মৌসুমে এমন একটি রেকর্ড ভেঙেছে বেঙ্গালুরু। চেন্নাই সুপার কিংসের মাঠ এম চিদাম্বারামে তারা জয় পেয়েছে দীর্ঘ ৬,১৫৪ দিন পর। সেটাও ছিল ২০০৮ সালের পর প্রথম।

বেঙ্গালুরুর জন্য এবারের আসর যেন পুরোনো হারের ইতিহাস ভাঙার এক নিখুঁত প্রতিশোধ।

# ইতিহাস গড়ল মুম্বাই, তবে ঘরের মাঠে জয় অধরাই

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

ম্যাচটা জয় দিয়ে রাঙাতে পারেনি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, তবে রেকর্ডবুকে নিজের নাম ঠিকই তুলেছে দলটি। ওয়াংখেড়ের ঘরের মাঠে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে হারের বেদনা থাকলেও, এই ম্যাচেই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স গড়েছে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার ইতিহাস।

বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল মুম্বাইয়ের ২৮৮তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ—যা এখন বিশ্বের যেকোনো দলের চেয়ে বেশি। এই তালিকায় তারা টপকে গেছে ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্লাব সমারসেটকে, যারা এখন পর্যন্ত খেলেছে ২৮৭ ম্যাচ।

তবে মাঠের লড়াইয়ে হাসতে পারেনি হার্দিক পান্ডিয়ার দল। টস জিতে বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হয়নি মুম্বাইয়ের জন্য। নির্ধারিত ২০ ওভারে বেঙ্গালুরু তোলে বিশাল ২২১ রান। জবাবে মুম্বাই থেমে যায় ২০৯ রানে—হার ১২ রানের ব্যবধানে। প্রায় এক দশক পর ওয়াংখেড়েতে বেঙ্গালুরুর কাছে হারল তারা।

এই হারের ফলে আইপিএল পয়েন্ট তালিকায় ৮ম স্থানেই রয়ে গেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সংখ্যায় শীর্ষ পাঁচে আছে আরও কয়েকটি দল। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ার (২৮০ ম্যাচ), চতুর্থ স্থানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (২৭৫ ম্যাচ), আর পঞ্চম স্থানে যৌথভাবে আছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও সারে (২৭২ ম্যাচ করে)।

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের অন্যতম সফল দল চেন্নাই সুপার কিংস এই তালিকার শীর্ষ ছয়ে নেই—আইপিএলে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব স্পষ্ট এখানে। বিপিএলের কোনো দলই নেই প্রথম দশে, মালিকানা ও নাম বদলের ধারাবাহিকতার কারণেই হয়ত এমনটা হয়েছে।

জাতীয় দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার রেকর্ড পাকিস্তানের। ২০০৯ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা খেলেছে ২৫৮ ম্যাচ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারত খেলেছে ২৪৭টি ম্যাচ, এরপর আর কোনো দল পৌঁছায়নি ২৫০ ম্যাচের মাইলফলকে।

ম্যাচের ফলাফল যা-ই হোক, ইতিহাসের পাতায় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এখন সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা দলের আসনে—যেটা নিশ্চয়ই দলটির জন্য গর্বের বিষয়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR